ভারতের জন সমস্যা সমাধানে সম্ভাব্য প্রতিবিধান

ভারতের 2000 সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতির দীর্ঘকালীন উদ্দেশ্য হল 2045 সালের মধ্যে জনসংখ্যার স্থিতাবস্থা অর্জনIজনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য মূলত তিন ধরনের প্রতিবিধানের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারেI

অর্থনৈতিক প্রতিবিধান

এগুলিকার্যকর করা খুব সহজ ব্যাপার নয়I এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো

1.অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান সম্ভব দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেI ইউরোপ ও আমেরিকার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য জন্মহার সঙ্গে সঙ্গেই কমেI তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হল দ্রুতহারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন

2. জীবিকা কাঠামোতে পুনর্বন্টন

অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে শিল্প ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিবারের আয়তন কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিবারের আয়তন অপেক্ষা ছোট Iঅর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি হিসেবে শিল্প উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে কৃষি ক্ষেত্রের অতিরিক্ত শ্রমিককে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজনI শিল্প ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যক্তিরা শহরাঞ্চলে বাস করার ফলে অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনযাপন বজায় রাখার জন্য সন্তানের সংখ্যা হ্রাস করেI কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পরিকল্পনাকালে শিল্পক্ষেত্রের উন্নতির ফলে জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান বৃদ্ধি পেলেও জীবিকা কাঠামোয় বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি Iএর কারণ হলো ভারতীয় শ্রমিকদের সচলতার অভাবI তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে স্থানান্তর হতে ভয় পায় Iশহরের জীবনযাত্রার ব্যয় অধিক হওয়ার জন্য তাই প্রয়োজন হল শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নগরায়নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে শহরের প্রতি জনসাধারণকে আকর্ষণ করা

3. জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করার জন্য শ্রমিক ও কৃষকের সহযোগিতা প্রয়োজনI তাদের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষক জাতীয় আয়ের বেশির ভাগ অংশ ভোগ করতে পারেI তাই জাতীয় আয়ের সমবন্টনের ব্যবস্থা করে শ্রমিক ও কৃষকদের অর্থনৈতিক কাজে উৎসাহিত করা যেতে পারে Iতাদের আয় বৃদ্ধি করা গেলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে জন্মহার হ্রাসের প্রবণতা দেখা দেবে -যার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা কমবেI

সামাজিক প্রতিবিধান

ধর্মান্ধতা, পুত্রসন্তান অর্জনের মানসিকতা ইত্যাদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ তাই জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিবিধান গুলি হল

1. জন শিক্ষার বিস্তার

জনশিক্ষা দ্রুত প্রসারের মাধ্যমে জনসাধারণের মন থেকে অন্ধ কুসংস্কার দূর করা সম্ভব Iজনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারবে ছোট পরিবার সুখী পরিবার, বেশি সন্তান দারিদ্র বৃদ্ধি করে

তা বোঝাবার জন্য দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী পাঠিয়ে জনশিক্ষা মূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজনI অবিবাহিত থাকা নিন্দার বিষয় নয়, বেশি বয়সে বিবাহ সমর্থনযোগ্য এসব বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে

2. স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার প্রসার

শিক্ষিত স্বাধীন স্ত্রী লোক কোন সময়ে অধিক সন্তান পছন্দ করেন নাI তাই প্রয়োজন মহিলাদের অর্থনৈতিক ,সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিরI শিক্ষিত ও স্বাধীন স্ত্রী লোকের বিবাহ কিছুটা দেরীতে হবার ফলে শারীরবৃত্তীয় কারণেই বেশি সন্তানের জননী হওয়ার ইচ্ছা কমে যায় Iতবে সন্তান সংক্রান্ত ব্যাপারে সন্তানসম্ভবা মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া হলে জন্মহার কিছুটা কমতে বাধ্য

3. বিবাহের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি

বর্তমানে বিবাহের ন্যূনতম বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে 21 ও মেয়েদের ক্ষেত্রে 18 বছর হলেও সেই আইন যথাযথ পালন হচ্ছে নাI এছাড়া এই আইন সম্পর্কে অনেকে অজ্ঞI ভারতের ভয়াবহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নজর রেখে এই বিবাহের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি করা উচিতI বিবাহ বিলম্বিত হলে শারীরবৃত্তীয় কারণে গর্ভধারণের সংখ্যা কমে আসে, ফলে জন্মহার কমে যায়I তাছাড়া ভারতের গ্রামাঞ্চলের এখনো যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে সেটি বন্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিতI

জনসংখ্যা নীতি সংক্রান্ত প্রতিবিধান

জনসংখ্যা নীতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল

1. পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রকল্প গুলির সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার

সরকারি সংগঠনগুলিকে যেমন দূরদর্শন, রেডিও, সংবাদপত্রকে কাজে লাগিয়ে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রকল্প গুলি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা উচিত

2. উৎসাহ ও নিরুৎসাহ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমাবার জন্য কম সন্তানের পিতা মাতাকে নানা ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থা করা উচিত Iআর অধিক সন্তানের পিতা মাতাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য তারা যে নিন্দার পাত্র-পাত্রী এই ধারণা জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে বা তাকে কোন কর দিতে বাধ্য করা যেতে পারে

3. পরিবার কেন্দ্র স্থাপন

পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত পরামর্শ দানের জন্য গ্রাম ও শহর অঞ্চলের পরিবার কেন্দ্র স্থাপন করে ওই কেন্দ্রের মাধ্যমে জনসাধারণকে আরোগ্যশালার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা করা যেতে পারেI এছাড়া কেন্দ্রের মাধ্যমে গর্ভনিরোধক দ্রব্যের বন্টনের ব্যবস্থা করা গেলে জন্মহার কমতে পারে

ভারতের মতো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা খুবই কঠিন ব্যাপার Iসুতরাং এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমাতে গেলে আর্থিক,সামাজিক ও জনসংখ্যা নীতি সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে